ভূমিকা

চিত্রকল্পের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও ছিল। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অভিনব তা হলো চিত্রকল্পের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা। গত শতকের ছয়ের দশক থেকে বাংলা সমালোচনামঞ্চে চিত্রকল্পের যেন একেবারে আবির্ভাব ঘটে গেল। ক্রমাগত দুরূহ ও প্রাতিস্বিক সাহিত্যকে বস্তুগত দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণের তাগিদে সৃষ্টির অন্দরমহলে ঢুঁ মেরে সুনির্দিষ্ট উপাদান খুঁজে নেওয়ার প্রয়াসের অন্যতম এক প্রধান হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো চিত্রকল্প।

যেকোনো তাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কে আমাদের মনে এক ধরনের বিরূপতা কাজ করে। এর পেছনে রয়েছে অলীক এক দুরূহতার অভিযোগ। আমরা সবসময় খুঁজে চলি সহজ রাস্তা। কিন্তু বিশ্বায়নের এই পৃথিবীতে আজ তথাকথিত সহজ বলে কিছু নেই। সবকিছুতেই পরিশ্রম এখন একান্ত অনিবার্য। সে সাহিত্যের জগত হোক বা শ্রমের। তাই নান্দনিক বিস্ময়বোধকে সম্পূর্ণ আত্তীকরণ করেও তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটিয়ে অধ্যবসায়ের বিস্ময়বোধে আকৃষ্ট হতে না পারলে যেকোনো সৃজনশীল সাহিত্যের প্রকৃত ও ক্রমাগত বিশ্লেষণ অধরাই থেকে যাবে। কেননা আমাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখনোই ক্রম-অগ্রসরতা থেকে সরে আসে নি। প্রবহমান জীবনবোধ এবং আমাদের প্রতিপ্রশ্নের কারণে জীবনের আঙিনায় নতুন শস্যের উন্মেষ তাই সময়োচিত।

কেননা সময় ও নবনব জিজ্ঞাসার পথ ধরেই একই রচনার একাধিক মূল্যায়ন গড়ে ওঠে এবং যেসব রচনায় তা যতবেশি ঘটে সে রচনাগুলিও ততবেশি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি এর এক বিস্ময়কর উদাহরণ। সমালোচনার প্রচলিত পথ ধরে হাঁটাটা সেজন্য জিজ্ঞাসু পাঠকের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না। কারণ পড়া তার কাছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া আর তত্ত্বচিন্তা তার কাছে আনন্দময় অববাহিকা আবিষ্কারের সমান।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি তত্ত্বনাটক। আবার তাত্ত্বিক আলোচনার অন্যতম উপাদান চিত্রকল্প। এই দুইয়ের ক্রিয়া-বিক্রিয়া অর্থাৎ চিত্রকল্প রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক

নাটকে যথার্থই কী ভূমিকা পালন করেছে তার স্বরূপসন্ধান এবং নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করার একান্ত তাগিদ থেকেই গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বিষয় নির্বাচন করেছি এবং আলোচনার ক্ষেত্র করে তুলেছি।